দৈনিক ইনকিলাব

295

তারিখ ... ... NOV. 02 1999
পৃষ্ঠা ১১০ কলাম ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে '৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে ৩য় বর্ষের পরীক্ষা আগামী ১১ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের ব্যাচের রেজাল্ট এখনও হয়নি। তাছাড়া আমাদের ২য় বর্ষের রেজাল্টও অনেক পরে দেয়া হয়েছে। যার ফলে যারা ইংরেজী (আবশ্যিক) ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় ফেল করেছে তাদের অবস্থা শোচনীয়। কেননা, এত অল্প সময়ে ৬০০ নম্বরের পড়া শেষ করা অত্যন্ত কঠিন। তার উপর পবিত্র মাস রমজানে পরীক্ষা দেয়া আমাদের সকলের জন্য কষ্টকর। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আমাদের পরীক্ষাটা অন্ততপক্ষে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে নেয়া হোক।

—৩য় বর্ষের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ,
ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ধর্মপুর, কুমিল্লা।

॥ ২ ॥

সারাবছর যত ভাল করে পড়াই হোক না কেন পরীক্ষার আগের দিন যদি তা একটিবার দেখে না যাওয়া যায়, তবে পরীক্ষা কখনোই ভাল হতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষার রুটিন তৈরীর সময় কর্তৃপক্ষ এ জিনিসটি একদমই বিবেচনায় রাখেন না। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার জন্য রুটিন তৈরী করে ছাত্রছাত্রীদের এক চরম অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেন। আমাদের যদি প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্বে একদিনও সময় না দেয়া হয় তবে সেক্ষেত্রে এ বিশাল সিলেবাস রিভাইজ দিয়ে একটির পর একটি পরীক্ষা দিতে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়া কিংবা পরীক্ষা খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য, গত বছরের রুটিন অনুযায়ী আমাদের ৬টি পরীক্ষা একনাগাড়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে একদিকে আমি যেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে বছর হারাই তেমনি অনেকে রেজাল্ট খারাপ করে। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমাদের আকুল আবেদন এই যে, এবারের রুটিন তৈরীর সময় যেন এ দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়। অন্ততপক্ষে প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্বে একদিন করে সময় রাখা হয়।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের
ডিগ্রীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে—
উম্মুল মোবাশ্বেরা চৌধুরী,
বিভাগ- বিএসএস।